

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুল্হ
বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে: পবিত্র আল কোরআন ও হাদিসের আলোকে তাওহীদ
(আল্লাহর একত্ববাদ) -২

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আল-আনাম ৬:১০২

১. তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর।



তিনি আল্লাহ, তোমাদের পরওয়ারদিগার। তিনি ছাড়া অন্য কেহই মা'বুদ নেই, প্রত্যেক বস্তুরই স্রষ্টা তিনি, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর, তিনিই সব জিনিসের উপর দায়িত্বশীল। (সূরাঃ আল-আনাম ৬:১০২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আল-আনাম ৬:১০৬

২. আপনি পথ অনুসরণ করুন, যার আদেশ পালনকর্তার পক্ষ থেকে আসে।



তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে যে অহী নাযিল হয়েছে, তুমি তারই অনুসরণ করে চল, তিনি ছাড়া অন্য কেহই মা'বুদ নেই, আর অংশীবাদীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (সূরাঃ আল-আনাম ৬:১০৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আল-আনাম ৬:১৪৮

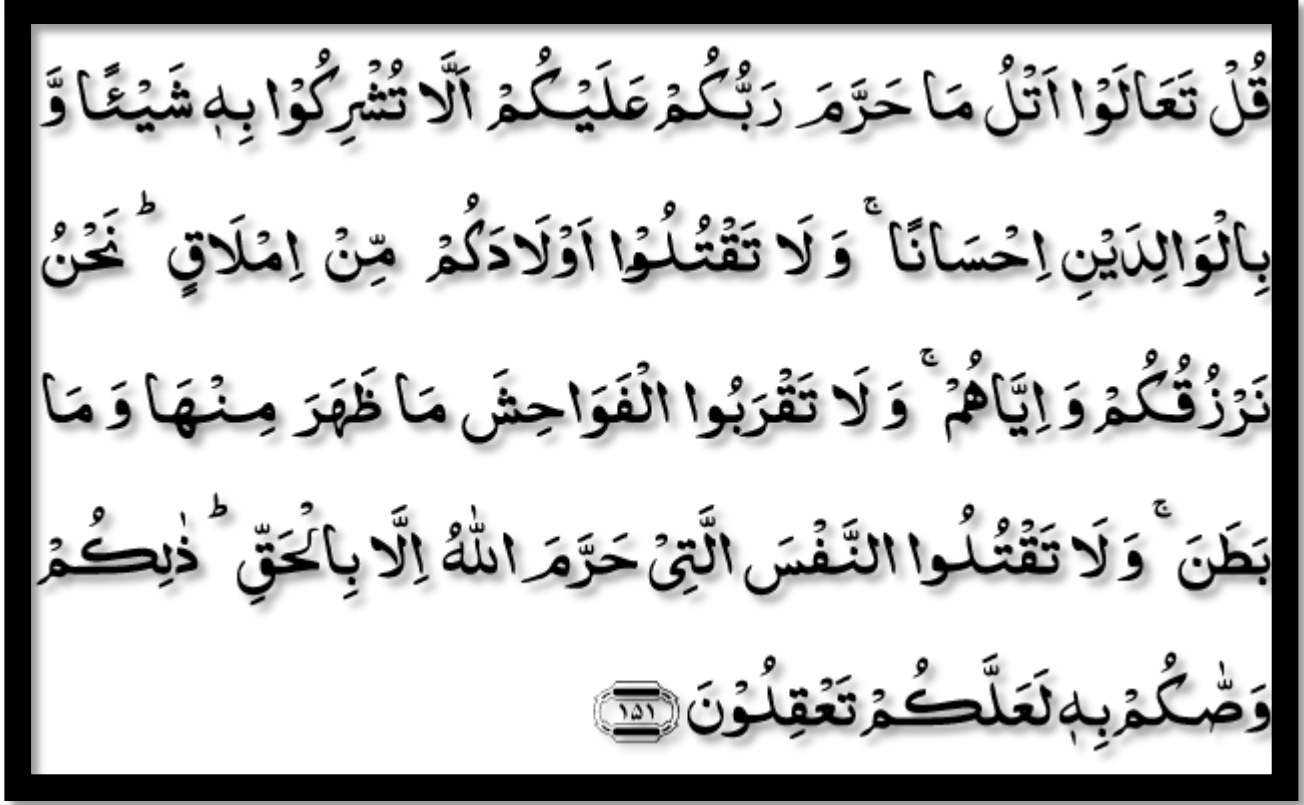
৩. এখন মুশরেকরা বলবেঃ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ দাদারা এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম।



মুশরিকরা (তোমার কথার উত্তরে) অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমরা শিরক করতামনা, আর না আমাদের বাপ-দাদারা করত, আর কোনো জিনিসও আমরা হারাম করতামনা। বস্তুতঃ এভাবেই তাদের পূর্ব যুগের কাফিরেরা(রাসূলদেরকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তুমি জিজ্ঞেস করঃ তোমাদের কাছে কি কোন দলীল প্রমাণ আছে? থাকলে আমার সামনে পেশ কর। তোমরা ধারণা ও অনুমান ব্যতীত আর কিছুই অনুসরণ করনা, তোমরা সম্পূর্ণ আনুমানিক কথা ছাড়া আর কিছুই বলছনা। (সূরাঃ আল-আনাম ৬:১৪৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আল-আনাম ৬:১৫১

৪. আপনি বলুনঃ এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন।



লোকদেরকে বলঃ তোমরা এসো! তোমাদের রাব্ব তোমাদের প্রতি কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাই; তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কেহকেই শরীক করবেনা, মাতা-পিতার সাথে সদ্যবহার করবে, দারিদ্রতার ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা। কেননা আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিই; আর অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেওনা, তা প্রকাশ্যই হোক কিংবা গোপনীয়ই হোক, আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন - যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা। ঐসব বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।

(সূরাঃ আল-আনাম ৬:১৫১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৫৯

৫. নূহ তার সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদাত কর।



আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদেরকে বলেছিলঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই, আমি তোমাদের প্রতি এক গুরুতর দিনের শাস্তির আশংকা করছি। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৫৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আল-আরাফ ৭:১৫৮

৬. বলে দাও, হে মানব মন্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রসূল, সমগ্র আসমান ও যমীনে তার রাজত্ব।



বলঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরঙ্কর নাবীর প্রতি ঈমান আনা। যে আল্লাহ ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমরা তারই অনুসরণ কর। আশা করা যায়, তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:১৫৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আত-তাওবাহ ৯:৩১

৭. তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও।



তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র এক মা'বুদের ইবাদাত করবে যিনি ব্যতীত ইলাহ হওয়ার যোগ্য কেহই নয়। তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র।

(সূরাঃ আত-তাওবাহ ৯:৩১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আত-তাওবাহ ৯:১২৯

৮. এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট।



অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলে দাওঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কেহ মা'বুদ নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করছি, আর তিনি হচ্ছেন অতি বড় আরশের মালিক।

(সূরাঃ আত-তাওবাহ ৯:১২৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ ইউনুস ১০:১৮

৯. আর উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তু, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।



আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহের ইবাদাত করে যারা তাদের কোন অপকার করতে পারেনা এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারেনা। আর তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাওঃ তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আসমানে, আর না যমীনে? তিনি পবিত্র এবং তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হতে তিনি অনেক উর্ধেবা।
(সূরাঃ ইউনুস ১০:১৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ ইউনুস ১০:৩১

১০. তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুখী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে?



তুমি বলঃ তিনি কে, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রিয়ক পৌঁছিয়ে থাকেন? অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে, যিনি জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন? আর তিনি কে যিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? তখন অবশ্যই তারা বলবেঃ আল্লাহ! অতএব তুমি বলঃ তাহলে কেন তোমরা (শিরক হতে) নিবৃত্ত থাকছনা? (সূরাঃ ইউনুস ১০:৩১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ ইউনুস ১০:৯০

১১. আর বনী-ইসরাঈলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী।



আর আমি বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দিলাম, অতঃপর ফির'আউন তার সৈন্যদলসহ তাদের পশ্চাদানুসরণ করল যুলম ও নির্যাতনের উদ্দেশে; এমনকি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল তখন বলতে লাগলঃ আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য মা'বুদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। (সূরাঃ ইউনুস ১০:৯০)

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَالْأَشْعَثِ
 بْنِ سُلَيْمٍ سَمِعَا الْأَسْوَدَ بْنَ هَلَالٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ
 عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ

মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে মু‘আয! তোমার কি জানা আছে, বান্দার উপর আল্লাহর হক কী? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ বান্দা আল্লাহর ‘ইবাদাত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। (আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন) আল্লাহর উপর বান্দার হক কী তা কি তুমি জান? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেনঃ তা হল বান্দাদেরকে শাস্তি না দেয়া। (সহীহ বুখারি হাদিস ৭৩৭৩)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, একমাত্র আল্লাহর এবাদাত কর। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করো না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করলে, কাফেরে পরিণত হবে। আর আল্লাহ কাফেরদের কখনোই ক্ষমা করবেন না। আপনারা একবার চিন্তা করুন, আল্লাহ ফিরাউনকে কিভাবে সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছিল। আসুন, আমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করি।
 আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুল্হ

Click here <http://www.morningbrightness.fi/>